তারিখ ২৬ AUG ২০১৭
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

সংবাদ

শিক্ষার উদ্দেশ্য হতে হবে সৃজনশীল চিন্তা ও উদ্ভাবনী শক্তি কাজে লাগানো

শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

সার্টিফিকেট অর্জনের জন্য নয়, সৃজনশীল চিন্তার মাধ্যমে উদ্ভাবনী শক্তিকে কাজে লাগানোই বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হতে হবে। এজন্য শিক্ষাকে শুধু শ্রেণীকক্ষের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে ইনোভেটিভ টিচিং ও লার্নিং শিক্ষা ব্যবস্থার প্রসার করতে হবে।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ গতকাল 'ইনোভেটিভ টিচিং অ্যান্ড লার্নিং এক্সপো ২০১৭' উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এই মন্তব্য করেন। ড্যাফোডিল এডুকেশন নেটওয়ার্ক ও ব্রিটিশ কাউন্সিল বাংলাদেশ যৌথ উদ্যোগে সোবহানবাগের ড্যাফোডিল টাওয়ারে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। ড্যাফোডিল ফ্যামিলির চেয়ারম্যান সবুর খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজির উপাচার্য ড. মুনাজ আহমেদ নূর ও ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির উপাচার্য প্রফেসর ড. ইউসুফ এম ইসলাম। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন এসসিসি এডুকেশন, ইউকে'র প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এলান নরটন ও ব্রিটিশ কাউন্সিল বাংলাদেশের কালচারাল সেন্টারের প্রধান সারওয়াত রেজা, এক্সপো সাংগঠনিক সভাপতি মোহাম্মদ নূরুজ্জামান এবং এক্সপো কো চেয়ার প্রফেসর ড. ফরিদ এ সোবহানী।

নূরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, সৃজনশীল দৃষ্টিভঙ্গি ও উদ্ভাবনী শক্তিকে কাজে লাগিয়ে নতুন জ্ঞান সৃষ্টি করতে হবে। সেজন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রয়োজনীয় গবেষণার ব্যবস্থা থাকা জরুরি। এই ধরনের পরিবর্তনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষার্থীদেরকেই দায়িত্ব নিতে হবে। তিনি বলেন, আমাদের নতুন প্রজন্ম বিশ্বমানের মেধার অধিকারী। তারা একদিন জ্ঞান ও প্রযুক্তি রপ্তানি করবে। এই উদ্দেশ্যে মানবসম্পদ গড়তে কারিগরি শিক্ষার প্রসারেও গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। ইনোভেটিভ টিচিং এন্ড লার্নিং শিক্ষা সম্পর্কে তিনি বলেন, এটি একটি মৌলিক বিষয়। আমাদের শিক্ষার্থীদের গতানুগতিক পাঠ্যপুস্তক ও ক্লাসরুমের শিক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে গুণগত ও মানসম্মত উন্নত শিক্ষার লক্ষ্য অর্জন সম্ভব নয়। এজন্য নতুন প্রজন্মকে আধুনিক ও উন্নত শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে হবে। এই লক্ষ্য অর্জনে এ ধরনের এক্সপো আয়োজন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। সবুর খান বলেন, তথ্যপ্রযুক্তির অগ্রযাত্রায় শিক্ষার কলাকৌশলে অনেক পরিবর্তন এসেছে, নিত্যনতুন উদ্ভাবন শিক্ষা পদ্ধতিকে বিকশিত করছে। এই পরিবর্তনের সাথে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের পরিচয় ঘটানোর লক্ষ্যে দেশে প্রথমবারের মতো এ এক্সপোর আয়োজন করা হয়েছে। তিনি আগামীতে দেশের ৬৪টি জেলায় এ ধরনের এক্সপো আয়োজনের আশা প্রকাশ করেন এবং এক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সর্বাত্মক সহযোগিতা কামনা করেন। দুই দিনব্যাপী এই আয়োজনে দেশি-বিদেশি শীর্ষ স্থানীয় শিক্ষাবিদ ও বিশেষজ্ঞগণ সেমিনার, প্লেনারি সেশন, ওয়ার্কশপ এবং রাউন্ড টেবিল আলোচনার মাধ্যমে তাদের উদ্ভাবিত বিষয়সমূহ তুলে ধরেন।